

দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিঙি

দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিঙি বলতে शबिरे बारोटी बशिषे मन्दरि ओ सहे मन्दरिरे प्रतष्ठीति शबिलिङ्गगुलकिे बोझाय। मन्दरिगुलि भारतरे बभिन्नि प्रान्ते छड्यिरे रय.छे। द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग शबिरे पबतिरतम मन्दरि।

शबि पुराण अनुयायी द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग □

1. सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग □

सौराष्ट्रदेशे बशिदहेतरिम्ये ज्योतिर्म्ये चन्द्रकलावतंसम् ।

भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥

अर्था- यनि दया पूर्वक सौराष्ट्रप्रदेशे अवतीर्ण हय.छेने, चन्द्र याँर मस्तक भूषण, सहे ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप भगवान सोमनाथरे आमि शरणागत हलाम।

सोमनाथ शब्दटि अर्थ “चन्द्र देवतार रक्षकर्ता”। पुराण मते चन्द्रदेवता एखाने शबि आराधना करछेलिने। सोमनाथ मन्दरिटी ‘चरिन्तन पीठ’ नामे परिचिती। भारतरे गुजराट राज्यरे सौराष्ट्र एर नकिट प्रभास क्षेत्रे अवस्थिती एहि मन्दरि। आमदोवाद थके अल्प दूरे डरोवल शहर थके ४/५ किमि दूरे एहि मन्दरि अवस्थिती। सारा बशिब ओ भारत जुडे असंख्य पुण्यार्थी ओ भक्त आसने एहि ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन ओ पूजा नबिदेन करतते। अतीते एहि शबि मन्दरि बारबार बदिशी शक्ति द्वारा आक्रान्त हय। प्राय पाँचबार वा तार बसेबिार एहि मन्दरि पुनर्नर्मिती करा हय।

2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग □

श्रीशैलशृङ्गे बबिधातसिङ्गे तुलाद्रतिङ्गहेपि मुदा वसन्तम् ।

तमर्जुनं मल्लिकिपूर्वमके नमामि संसारसमुद्रसतुम् ॥

अर्था- यनि उच्च आदर्शभूत पर्वत थके ओ उच्च श्रीशैल पर्वतरे शखिरे, ये स्थाने देवतादरे समागम हय, अत्यन्त आनन्द सहकारे नबिस करने एवं संसार सागर पार करवार जन्य यनि सतुस्वरूप, सहे प्रभु मल्लिकार्जुनके आमि नमस्कार जानाई।

दक्षिण भारतरे अन्ध्रप्रदेशे राज्यरे श्रीशैल पर्वतते एहि पीठ अवस्थिती। हरगठारीर पुत्र कार्तिकि, मतान्तरे चन्द्रगुप्तेर कन्या एखाने शबि आराधना करछेलिने। एहि प्रसदिध शबि मन्दरिटी पूर्वमुखी। कन्द्रीय. मण्डपे अनेकेगुलि स्तम्भ एवं नन्दीकेश्वररे एकटि बरिाट मूर्ति अछे। दक्षिण भारतरे सकल हिन्दुदरे काछे एहि मन्दरि अनेके पबतिर। सारा बहर धरे एखाने अनेके अनेके भक्त आसने नजिरे मनस्कामना पूर्ण करतते ओ बाबा शबिरे लङ्गि जे ल अर्पण करतते। शबिरात्रि एहि मन्दरिरे प्रधान उत्सव।

3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग □

अवन्तकियां बहितावतारं मुक्तप्रदानाय च सज्जनानाम् ।

अकालमृत्युोः पररिक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ॥

অর্থাৎ- সাধু-সন্তদরে মোক্ষ প্রদান করবার জন্য যিনি অবন্তীপুরীতে অবতরণ করেছেন, মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ সেই মহাদেবকে আমি অকালমৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্য নমস্কার জানাই।

ভারতের মধ্যপ্রদেশে এই ধাম অবস্থিত। অবন্তী নগরীর এক বদেজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও রাজা চন্দ্রসেনে এখানে শিবি উপাসনা করছিলেন। এখানে সারা বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন এই মন্দিরে পূজা দিতে। এটিই একমাত্র দক্ষিণমুখী মন্দির। মহাকালেশ্বর মূর্তিটি ‘দক্ষিণামূর্তি’। এই শব্দে অর্থ ‘যাঁর মুখ দক্ষিণ দিকে’। এই মূর্তির বিশেষত্ব এই যে “তান্ত্রিক শিবিতের” প্রথাটি বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একমাত্র মহাকালেশ্বর মন্দিরে দেখা যায়। ‘ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব’র মূর্তিটি মহাকাল মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে স্থাপিত। গর্ভগৃহের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকে যথাক্রমে গনেশ, পার্বতী ও কার্তিকের মূর্তি স্থাপিত আছে। দক্ষিণ দিকে শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের তৃতীয় তলে নাগচন্দ্রেশ্বর মূর্তি আছে। এটি একমাত্র নাগ পঞ্চমীর দিন দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মন্দিরের পাঁচটি তল আছে। তার মধ্যে একটি ভূগর্ভে অবস্থিত। এছাড়া মন্দিরে একটি বিশাল প্রাঙ্গণ রয়েছে। হরদেব দিকে অবস্থিত এই প্রাঙ্গণটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের শিখর বা চূড়াটি শাস্ত্রে উল্লিখিত পবিত্র বস্ত্র দ্বারা ঢাকা থাকে। ভূগর্ভস্থ কক্ষটির পথটি পতিলের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত হয়। মনে করা হয়, দেবতাকে এই কক্ষেই প্রসাদ দেওয়া হয়। এটি মন্দিরের একটি স্বতন্ত্র প্রথা। নামন্দিরের গর্ভগৃহে যখন শিবলিঙ্গটি রয়েছে সেখানে সলিং-এ একটি শ্রীযন্ত্র উলটো করে ঝোলানো থাকে।

4. ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ □

কাবেরিকানর্মদয়ঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।

সদবৈ মান্ধাতপূরে বসন্ত- মোঙ্কারমীশং শিবমকেমীডে ॥

অর্থাৎ- যিনি সৎ ব্যক্তিদের সংসার সাগর পার করানোর উদ্দেশ্যে কাবেরী ও নর্মদার পবিত্র সংগমের কাছে মান্ধাতাপুরে সর্বদা বাস করেন, সেই অদ্বিতীয়, কল্যাণময়, ভগবান ওঙ্কারেশ্বরের আমি স্তব করি।

ভারতের মধ্যপ্রদেশে নর্মদা তটে এই শিবি মন্দির অবস্থিত। রাজা মান্ধাতা এখানে শিবি আরাধনা করছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর স্টেশন থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাঁচতলা মন্দিরের গর্ভগৃহে ছোট্ট শিবলিঙ্গ। সামান্য উচ্চতা। জাতধর্ম নবিশেষে স্পর্শ করে পূজা দেওয়া যায়। সারা বছর ধরেই অনেকে পুণ্যার্থী আসেন পূজা দিতে।

5. কদোরনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ □

মহাদ্রপারশ্বে চ তটে রমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ ।

সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কদোরমীশং শিবমকেমীডে ॥

অর্থাৎ- যিনি মহাগরি হিমালয়ে কদোর শৃঙ্গের ওপর সর্বদা বসবাস করেন এবং মুনি, ঋষি, দেবতা তথা অসুর, যক্ষ, মহাসর্পাদি দ্বারা পূজিত হন, আমি সেই একমাত্র কল্যাণকর ভগবান কদোরনাথের স্তব পাঠ করি।

ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়ওয়াল হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে এই মন্দির অবস্থিত। এটি মন্দাকিনী নদীর তীরে স্থাপিত। হরদিবার থেকে এই পীঠ যতে হয। নরনারায়ণ নামক ঋষি এখানে শিবি আরাধনা করছিলেন। চারধামের অন্যতম কদোরনাথ। এখানকার তীব্র শীতের জন্য মন্দিরটি কেবল এপ্রিল মাসের শেষ থেকে কার্তিক পূর্ণিমা অবধি খোলা থাকে। শীতকালে কদোরনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলিকে ছয় মাসের জন্য উখি মঠে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কদোরখণ্ড ; তাই এখানে শিবকে কদোরনাথ (অর্থাৎ, কদোরখণ্ডের অধিপতি) নামে পূজা করা হয়।

6.. ভীমাশঙ্কর জ্যোতিরিলিঙ্গ □

যং ডাকিনীশাকনিকাসমাজে নষিবে্যমাণং পশিতাশনশৈচ ।

সদবৈ ভীমাদপিদপ্রসদ্বিং তং শঙ্করং- ভক্তহতিং নমামি ॥

অর্থাৎ- ডাকিনী, শাকিনী ও প্রতে দ্বারা যিনি নিত্য পূজিত হন, সেই ভক্তহতিকারী ভগবান ভীমাশঙ্করকে আমি প্রণাম করি।

মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার গোরোগাঁও এর কাছে সহ্যাদ্রি পর্বতমালায়, ভীমাশঙ্কর মন্দির অবস্থিত। এখানে ভগবান শবি ভীম নামক এক রাক্ষসকে বধ করবার জন্য প্রকটিত হয়েছিলেন। এই অঞ্চলটি প্রাচীনকালে ডাকিনী দেশ নামে পরিচিতি ছিল। গ্রহের বাঁধা কাটানো ও অকাল মৃত্যু রোধ করার অসংখ্য ভক্ত আসেন এখানে। জঙ্ঘলের মধ্যে ঘন গ্রানাইট পাথরের তৈরি এই মন্দির। এই মন্দিরের লিঙ্গ মাঝারি আকারের।

7. কাশী বশ্বিনাথ জ্যোতিরিলিঙ্গ □

সানন্দমানন্দবনে বসন্ত- মানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্ ।

বারাণসীনাথমনাথং শ্রীবশ্বিনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ- যিনি স্বয়ং আনন্দকর এবং আনন্দ পূর্বক আনন্দবন কাশী ক্ষেত্রে বাস করেন, যিনি পাপ নাশ করেন, অনাথের নাথ্যে সেই কাশীপতি শ্রীবশ্বিনাথের কাছে আমি শরণ নলিাম।

এখানে ভগবান শবি দবী উমার সহতি কিছুকাল নবাস করছিলেন। এখানে তিনি বশ্বিনাথ। এটি ভারতের উত্তরপ্রদেশের কাশীতে অবস্থিত। কাশী বশ্বিনাথ মন্দিরটি শিবধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম। অতীতে বহুবার এই মন্দিরটি বিভিন্ন আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পুনর্নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান মন্দিরটি ইন্ডোরের মহারানি অহল্যা বাই হোলকর তৈরি করে দেন। মন্দিরের ১৫.৫ মিটার উঁচু চূড়াটি সোনা, মোড়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, গঙ্গা, একটি ডুব দিয়ে এই মন্দির দর্শন করলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব।

8. ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতিরিলিঙ্গ □

সহ্যাদ্রিশীর্ষে বমিলে বসন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে ।

যদ্রশনাং পাতকমাশু নাশং প্রযাধি তং ত্র্যম্বকমীশমীডে ॥

অর্থাৎ- যিনি গোদাবরী তটে পবিত্র সহ্যাদ্রি পর্বতের নর্মল শখিরে বাস করেন, যার দর্শন লাভে সত্বর সকল পাপ বমিচেন হয়, আমি সেই ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব পাঠ করি।

মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে গোদাবরী নদীর উৎসের কাছে অবস্থিত এই শবি মন্দির। মহর্ষি গৌতম এখানে সস্ত্রীক শবি উপাসনা করছিলেন। এই লিঙ্গমূর্তি তিনি ভাগে বিভক্ত এবং অন্য শবিলিঙ্গের চয়ে আলাদা। এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ শ্রী নানা সাহবে পশোয়া করেন।

9. বদৈ্যনাথ জ্যোতিরিলিঙ্গ □

পূর্ববোত্তরে প্রজ্বলকিনধানে সদা বসন্তং গরিজাসমতেম্ ।

সুরাসুরাধিপাদপদমং শ্রীবদৈ্যনাথং তমহং নমামি ॥

অর্থাৎ- যিনি পূর্ববোত্তম দিকের বদৈ্যনাথ ধামের ভেতরে সর্বদা গরিজার সঙ্গে বাস করেন, দেবতা ও অসুরগণ যার চরণ কমল আরাধনা করেন, সেই শ্রীবদৈ্যনাথকে আমি প্রণাম করি।

ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘরে বদৈ্যনাথ মন্দির অবস্থিত। এটি ভগবান শবিরে রাবনকে প্রদত্ত আত্মলিঙ্গ থেকে সৃষ্ট। অসংখ্য পুণ্যার্থী সারা বছর ধরেই এখানে আসেন, শবিলিঙ্গে জল ঢালেন ও পূজা দেন। শ্রাবন মাসে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। এটিই একমাত্র তীর্থ যা একাধারে

জ্যোতিৰ্লিঙিঙ ও শক্তপীঠ।

10. নাগেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিঙিঙ □

যাম্‌যে সদঙ্‌গে নগৰহেতৰিম্‌যে বভিষতিঙ্‌গং ববিডিধশ্চ ভোগটৈঃ ।

সদ্‌ভক্তমুক্‌তপ্ৰদমীশমকেং শ্ৰীনাগনাথং শৰণং প্ৰপদ্যে ॥

অৰ্থাৎ- যনি দক্‌ষণিৰে রমণীয়, নগৰ সদঙ্‌গে নানাবধি ভোগ সহ সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জতি হয়, বৰিাজ করনে, যনি সদ্‌ ভক্তি ও মুক্‌তি প্ৰদান করনে, আমি সেই প্ৰভু শ্ৰীনাগনাথৰে শৰণ নলিাম।

ভাৰতৰে গুজৰাটৰে দ্বাৰকাৰ কাছৰে এই পীঠ অবস্থতি। বৈশ্য সুপ্ৰযি, এখানৰে শৰি পূজা কৰছিলে। বভিন্‌ পটোৰাণকি আখ্‌যানে এই মন্‌দিৰ ঐতিহাসকি কাল থকে ভক্তদৰে জন্য আকৰ্ষণৰে স্থল হয়, আসছে। শৰি উপাসকরা নাগেশ্বৰ মন্‌দিৰে জ্যোতিৰ্লিঙিঙ দৰ্শন পৰম পবিত্ৰ বলৰে গণ্য কৰে।

11. রামেশ্বৰম জ্যোতিৰ্লিঙিঙ □

সুতান্‌ৰপৰ্ণীজলরাশিযোগে নবিধ্য সতেতুং বশিখিৰৈসংখ্যটৈঃ ।

শ্ৰীৰামচন্‌দ্রণে সমৰ্পতিং তং রামেশ্বৰাখ্যং নযিতং নমামি ॥

অৰ্থাৎ- ভগবান শ্ৰীৰামচন্‌দ্র তাম্‌ৰপৰ্ণী ও সাগৰ সঙ্‌গমে বাণৰে সাহায্যে সমুদ্ৰৰে বাঁধ দযি, তার ওপৰ যাঁকৰে স্থাপন কৰছিলে, সেই রামেশ্বৰ দেবকৰে বধি নিযিম অনুসারে প্ৰণাম কৰি।

তামলিনাদুৰ রামেশ্বৰমে এই পীঠ অবস্থতি। লঙকা আক্ৰমণৰে আগৰে ভগবান রাম এখানৰে শৰি উপাসনা কৰছিলে। দক্‌ষণ-পূৰ্ব ভাৰতৰে শেষে প্ৰান্‌তভূমি পক প্ৰণালীতে একটি দ্বীপৰে আকাৰে গড়ে উঠছে রামেশ্বৰম। রামেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিঙিঙটি বিশাল। এই মন্‌দিৰে রামেশ্বৰ স্তম্ভ অবস্থতি। সারা বছৰ ধৰেই অসংখ্য পুণ্যার্থী এখানৰে পূজা দতি আসে।

12. ঘৃণেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিঙিঙ □

ইলাপুৰে রম্যবশালকহেস্মন্‌ সমুল্লসন্‌তং জগদ্বৰণ্যম্‌ ।

বন্‌দে মহাদাৰতৰস্বভাবং ঘৃণেশ্বৰাখ্যং শৰণং প্ৰপদ্যে ॥

অৰ্থাৎ- যনি ইলাপুৰে সূৰ্য্য মন্‌দিৰে বৰিাজ কৰে সমস্ত জগতৰে পূজ্য হয়, যাঁৰ স্বভাব খুবই উদার সেই ঘৃণেশ্বৰ জ্যোতিৰ্ম্য, ভগবান শৰিৰে আমি শৰণ নলিাম।

ভাৰতৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ রাজ্যৰে আওৰাঙগাবাদ থকে 30 কলিোমটাৰ দূৰে এবং দটোলতাবাদ বা দেবগৰিথিকে ১০ কলিোমটাৰ দূৰে ইলোৰা গুহাৰ কাছৰে এই মন্‌দিৰ অবস্থতি। ঘৃণা নামক এক শৰিভক্তৰে আহবানৰে ভগবান শৰি এখানৰে জ্যোতিৰ্লিঙিঙৰূপে প্ৰকটি হয়,ছিলে। মন্‌দিৰটি লাল পাথৰ দযি তৈৰি এতে পাঁচটি চুড়া দেখা যায়। মন্‌দিৰটিৰ গায়ৰে অনকে হিন্দু দেবদেবীৰ মূৰ্তি খোদতি আছে।

□ নমঃ শৰিায়□হৰ হৰ মহাদেবে